INDEPENDENT

26 July 2020

Gulshan Society, BATB to plant 5000 trees-Independent TV

https://www.youtube.com/watch?v=j17t31wJmss

The Financial Express

26 July 2020

Bandarban gets access to safe drinking water through 'Probaho'

More than 5,000 people in the hill tracts district ‘Bandarban’ are getting safe drinking water through BAT Bangladesh's CSR program 'Probaho' – the safe drinking water project. This is the first time that ‘Probaho’ started its journey in Chittagong Hill Tracts after its previous establishments in different arsenic prone locations of the country.

Recently, Deputy Commissioner (DC), Bandarban Mohammad Daudul Islam has officially inaugurated the ‘Probaho’ water filtration plant at Naikhongchari Upazila in Bandarban district. Professor Mohammad Shafiullah, Upazila Chairman of Naikhongchari; Sadia Afrin Kochi, UNO, Naikhongchari and Nurul Absar Emon, Union Parishad Chairman of Naikhongchari Sadar Union were also present during the event.

https://thefinancialexpress.com.bd/national/bandarban-gets-access-to-safe-drinking-water-through-probaho-1595680427

Dhaka Tribune

23 July 2020

More than 5,000 get access to safe drinking water in Bandarban

Bandarban DC Md Daudul Islam inaugurates the 'Probaho' water filtration plant in Naikhongchari upazila of Bandarban recently **Courtesy**

This is the first time BATB's Probaho program started its journey in Chittagong Hill Tracts after its previous establishments in different arsenic prone locations of the country

More than 5,000 people in the Chittagong Hill Tracts district of Bandarban are getting safe drinking water through British American Tobacco Bangladesh's (BATB) CSR program "Probaho."

Bandarban Deputy Commissioner Md Daudul Islam officially inaugurated the Probaho water filtration plant in Naikhongchhari upazila of Bandarban district recently.

Naikhongchari Upazila Chairman Prof Mohammad Shafiullah, Naikhongchari Upazila Nirbahi Officer (UNO) Sadia Afrin Kochi, and Naikhongchari Sadar Union's Union Parishad (UP) Chairman Nurul Absar Emon were present during the event.

This is the first time Probaho started its journey in Chittagong Hill Tracts after its previous establishments in different arsenic prone locations of the country.

When the water level goes down in the dry season, the people of Naikhongchari upazila and other surrounding areas face extreme water crisis.

At the time, the locals usually meet their demand for water by harvesting rainwater or digging wells in the hills. Moreover, due to the rocky layers, it is very difficult and expensive to draw water from deep tube-wells that is next to impossible for the locals.

The local people believe that the drinking water crisis will be solved through the Probaho project.

It is estimated that 10,000 litres of water can be provided every day from the plant, which can easily meet the daily need of water for more than five thousand people.

Mohammad Ayub, a local resident of Naikhongchari upazila said that he used to spend around Tk3,000 every month to avail clean and safe drinking water. That money is being saved since the Prabaho project started. He expressed joy of having a water filtration plant in his neighborhood and thanked BAT Bangladesh.

BAT Bangladesh launched this special project of safe drinking water, called "Probaho," in 2009 to ensure clean and safe drinking water in different areas of Bangladesh, especially in the most arsenic prone areas.

Probaho has already achieved many recognition across the boundaries for its contribution to provide safe drinking water in relevant communities.

Under this project, 88 water treatment plants have been set up in more than 14 districts of the country, in the past 11 years.

At present, BATB has water treatment plants at Kushtia, Meherpur, Jhenaidah, Chuadanga, Lalmonirhat, Kurigram, Jamalpur, Madaripur, Satkhira, Natore, Gopalganj, Tangail, and Manikganj. Bandarban has been the latest addition to the list.

https://www.dhakatribune.com/bangladesh/nation/2020/07/23/more-than-5-000-get-access-to-safe-drinking-water-in-bandarban

The Daily Star

15 July 2020

Bonayan hands over 2,000 saplings to Rab

Star Online Report

Bonayan, the largest private afforestation program in Bangladesh, and Rapid Action Battalion (RAB) are collaborating for a tree plantation program to celebrate "Mujib Borsho" -- the birth centennial of the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman -- and 40 years of Bonayan, which began in 1980.

Yesterday, on July 14 at Rab Headquarters, Sheikh Shabab Ahmed, Head of External Affairs and Major Md. Monzur Aziz (Retd.), External Affairs Consultant of British American Tobacco Bangladesh, on behalf of the Bonayan program, handed over 2,000 saplings to Additional IGP Mr. Abdullah Al Mamun, DG, Rab and Colonel Tofayel Mustafa Sarwar, Additional DG, Rab to mark the beginning of their collaboration.

On its 40th anniversary, the Bonayan program is celebrating Mujib Borsho by planting around 5 million saplings across the country, according to officials of the program.

https://www.thedailystar.net/environment/news/bonayan-hands-over-2000-saplings-rab-1930781

কালের খবর
ENGLISH

15 July 2020

Bonayan hands over 2,000 saplings to Rab

Bonayan, the largest private afforestation program in Bangladesh, and Rapid Action Battalion (RAB) are collaborating for a tree plantation program to celebrate "Mujib Borsho" — the birth centennial of the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman — and 40 years of Bonayan, which began in 1980.

Yesterday, on July 14 at Rab Headquarters, Sheikh Shabab Ahmed, Head of External Affairs and Major Md. Monzur Aziz (Retd.), External Affairs Consultant of British American Tobacco Bangladesh, on behalf of the Bonayan program, handed over 2,000 saplings to Additional IGP Mr. Abdullah Al Mamun, DG, Rab and Colonel Tofayel Mustafa Sarwar, Additional DG, Rab to mark the beginning of their collaboration.

On its 40th anniversary, the Bonayan program is celebrating Mujib Borsho by planting around 5 million saplings across the country, according to officials of the program.

https://en.kalerkhobor.com/bonayan-hands-over-2000-saplings-to-rab/

দৈনিক পূর্বকোণ

22 July 2020

নাইক্ষ্যংছড়িতে আর্সেনিকমুক্ত ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট উদ্বোধন

নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলায় বৃট্রিশ আমেরিকান ট্যোবাকোর (প্রবাহ) অর্থায়নে আর্সেনিকমুক্ত ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্টের উদ্বোধন করেন বান্দরবান জেলা প্রশাসক মো. দাউদুল ইসলাম।

উদ্বোধনকালে জেলা প্রশাসক বলেন, বাংলাদেশের পানিতে আর্সেনিকের আধিক্য মানুষের জন্য একটি হুমকি। নানা ভাবে আর্সেনিকমুক্ত পানি সরবরাহের চেষ্টা করছে সরকার। তার পাশাপাশি বিএটি বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এ আর্সেনিকমুক্ত ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান স্থাপন করলেও নাইক্ষ্যংছড়িতে বিএটি উদ্যোগে প্লান্ট স্থাপন পার্বত্যঞ্চলের জন্য এই প্রথম।

আজ বুধবার (২২ জুলাই) বেলা সাড়ে ১২টায় নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা পরিষদ বাউন্ডারী সংলগ্ন বৃট্রিশ আমেরিকান ট্যোবাকোর (বিএটি) এর অর্থায়নে প্রায় ১৫ লাখ টাকা ব্যয়ে নির্মিত ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট উদ্বোধনে অন্যান্যদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন চট্রগ্রাম ডিভিশনাল লীফ ম্যানেজার (বিএটিবি) মামুনুর রশিদ, চট্রগ্রাম দক্ষিণ রিজিওনাল লীফ ম্যানেজার দেওয়ান আমিনুল ইসলাম নাসিম। নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যন ও উপজেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি অধ্যাপক মো. শফিউল্লাহ, উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাদিয়া আফরিন কচি, নাইক্ষ্যংছড়ি এরিয়া ব্যবস্থাপক রফিকুল ইসলাম, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান মংহ্লাওয়ে মার্মা, প্রেসক্লাব সভাপতি শামীম ইকবাল চৌধুরী, ইউপি চেয়ারম্যান নুরুল আবছার ইমনসহ বিএটিবির উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

জানাযায়, বৃট্রিশ আমেরিকান ট্যোবাকোর(বিএটি) প্রবাহ প্রকল্পের আওতায় সারাদেশে এটিসহ প্রায় ১১০টি ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপন করা হয়েছে যা আর্সেনিক ও অন্যান্য ক্ষতিকর উপাদান পরিশোধিত করতে সক্ষম।

এই ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট থেকে প্রতিদিন ১০ হাজার লিটার সুপিয় পানিতে প্রায় ২০০শ পরিবারের দৈনন্দিন চাহিদা মিটিয়ে উদ্বৃত্ত থাকবে বলে জানান নাইক্ষ্যংছড়ি এরিয়া ব্যবস্থাপক রফিকুল ইসলাম।

এদিকে এই বিষয়ে নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা চেয়ারম্যন অধ্যাপক শফিউল্লাহ জানান, পাহাড়ি অঞ্চলের সুপের পানি জন্য সরকারের পাশাপাশি সামর্থবান প্রতিষ্টানগুলোকে এগিয়ে আসতে হবে।

তিনি আরও জানান, পাহাড়ি অঞ্চলের সর্ব প্রথম বিশুদ্ধ খাবার পানি প্রকল্প নাইক্ষ্যংছড়িতে শুরু করে বিশুদ্ধ পানি সংকট দূর করেছেন বিএটিবি। এজন্য উপজেলা পরিষদের পক্ষ থেকে বিএটিবি কে ধন্যবাদ জানান তিনি।

www.dainikpurbokone.net/chattogram/141798/নাইক্ষ্যংছড়িতে-আর্সেনিক/

parbattanews
The First National Media on CHT & Cox's Bazar Region

21 July 2020

বিএটি'র আর্সেনিকমুক্ত নিরাপদ সুপেয় পানি পাবে নাইক্ষ্যংছড়ির ৫ হাজার মানুষ

মিংখিং মারমা। নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা সদরের ধুংরী হেডম্যানপাড়ার বাসিন্দা। প্রতিদিন নিজ পল্লী থেকে অর্ধ কি.মি দূরে উপজেলা সদরের সামনের টিউবওয়েল থেকে সুপেয় পানি সরবরাহ করতেন। অনেক সময় মানুষের দীর্ঘ লাইনের কারণে ওই টিউবওয়েলে পানি না পেয়ে খালি কলস নিয়ে ফিরতে হয়েছে। তারমতো নাইক্ষ্যংছড়ি সদরের শত শত মানুষ সুপেয় পানির জন্য চরম দুর্ভোগে জীবন কাটিয়েছে। এখন সেই দিন অতীত হয়ে গেছে।

উপজেলা পরিষদ ভবনের পেছনে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো (বিএটি) স্থাপন করেছে আর্সেনিকমুক্ত সুপেয় পানি শোধনাগার। এখন থেকে প্রতিদিন সেখান থেক আনুমানিক ১০ হাজার লিটার আর্সেনিকমুক্ত পানি সংগ্রহ করতে পারবেন এলাকার মানুষ।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, পাহাড়ি এলাকায় সরকারি বা ব্যক্তিমালিকানার টিউবওয়েল, রিংওয়েল গুলোতে শুষ্ক মৌসুমে পানির স্তর নিচে নেমে গেলে নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা সদর ছাড়াও পাচঁটি ইউনিয়নে সুপেয় পানির তীব্র সংকট দেখা দেয়। যার কারণে দীর্ঘদিন ধরে দূর্গম এলাকার মানুষ বিভিন্ন রিংওয়েল, পাহাড়ি ঝিরি বা কূপ খনন করে পানি পান করে আসছিলেন।

অন্যদিকে উপজেলা সদরের মসজিদঘোনা, মহাজনঘোনা, ধুংরী হেডম্যানপাড়া, স্কুলপাড়া, হিন্দুপাড়া, আবাসিক এলাকা, বাজারপাড়াসহ সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী ও বাজারের ব্যবসায়ীরা সুপেয় পানির সংকটে ছিল। উপজেলা পরিষদের সামনের একমাত্র টিউবওয়েলটি ছিল তাদের একমাত্র পানির ভরসা। তাও আবার শুষ্ক মৌসুমে পর্যাপ্ত পানি মিলতনা।

উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মো. শফিউল্লাহ বলেন, সরকারের পাশাপাশি মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য জিও-এনজিও'সহ সামর্থবান প্রতিষ্ঠানগুলোকে এগিয়ে আসতে হবে। বিএটি উপজেলা সদরে পানির সংকট দূর করেছেন এইজন্য অবশ্যয় তারা ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য। বিএটি এই প্রকল্প আগামীতে অনুন্নত এলাকায় আরো প্রসার করবে এমনটি প্রত্যাশা করেন তিনি।

নাইক্ষ্যংছড়ি সদর ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার আরেফ উল্লাহ ছুট্টু বলেন, দীর্ঘদিন পর সদর ওয়ার্ডের বাজার এলাকার মানুষের খাবার পানির সংকট দূর হতে যাচ্ছে। এইজন্য তিনি বিএটি'কে ধন্যবাদ জানান। তাঁরমতে, আদর্শগ্রাম, ইসলামপুরসহ দূরের গ্রামগুলোতেও এই প্রকল্পটি বাড়ানো হলে মানুষ আরও বেশি উপকৃত হবে।

জানতে চাইলে বিএটি'র নাইক্ষ্যংছড়ি এরিয়া ব্যবস্থাপক রফিকুল ইসলাম বলেন, উপজেলা সদরে দীর্ঘদিন বিশুদ্ধ পানির সংকট তিনি লক্ষ্য করেছেন। বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে আনার পর বিএটি সামাজিক দায়বদ্ধতা কার্যক্রমের (সিএসআর) অংশ হিসেবে প্রকল্পটির মাধ্যমে পরিশোধন প্ল্যান্টটি স্থাপন করেছে। এতে করে এলাকার মানুষ প্রতিদিন দশ হাজার লিটার পানি সরবরাহ করতে পারবেন।

নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাদিয়া আফরিন কচি বলেন, পাহড়ি অঞ্চলের মানুষের সুপেয় পানির জন্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি অন্যান্য প্রতিষ্ঠানেরও কাজ করা উচিত। তাঁরমতে, এই প্লানটির মাধ্যমে শত শত মানুষ উপকৃত হবে।

https://www.parbattanews.com/বিএটির-আর্সেনিকমুক্ত-নি/

বৃহত্তর চট্টগ্রামের দৈনিক
সাঙ্গু

22 July 2020

নাইক্ষ্যংছড়িতে বিশুদ্ধ খাওয়ার পানি প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন' বান্দরবান জেলাপ্রশাসক

নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলায় প্রবাহ' নামের বিশুদ্ধ খাওয়ার পানি প্রকল্পের উদ্বোধন করা হয়েছে।

আর্সেনিকমুক্ত বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন।

প্রবাহ প্রকল্পের আওতায় বিএটি বাংলাদেশ এরই মধ্যে দেশে এটিসহ প্রায় ১১০টি প্লান্ট স্থাপন করেছে, যা আর্সেনিক ও অন্যান্য ক্ষতিকর উপাদান পরিশোধিত করতে সক্ষম।

অন্য প্রবাহ প্লান্টগুলো মানিকগঞ্জ, সাতক্ষীরা, ঝিনাইদহ ও মেহেরপুরে সহ বিভিন্ন জেলা উপজেলায় স্থাপন করা হয়েছে। এই প্লান্ট থেকে প্রতিদিন প্রায় ২০০শ পরিবারের দৈনিক পানির চাহিদা মিটে।

বুধবার (২২ জুলাই) দুপুর ১টায় এই উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন,চট্রগ্রাম ডিভিশনাল লীফ ম্যানেজার (বিএটিবি) মামুনুর রশিদ।

চট্রগ্রাম দক্ষিণ রিজিওনাল লীফ ম্যানেজার,(বিএটিবি) দেওয়ান অোমিনুল ইসলাম নাসিম।

নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যন ও উপজেলা অোওয়ামী লীগ সভাপতি অধ্যাপক মো: শফিউল্লাহ, উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাদিয়া অোফরিন কচি নাইক্ষ্যংছড়ি এরিয়া ব্যবস্থাপক রফিকুল ইসলাম, উপজেলে ভাইস চেয়ারম্যান মংহ্লাওয়ে মার্মা, ইউপি চেয়ারম্যান নুরুল অোবছার ইমনসহ বিএটিবির উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

এদিকে এই বিষয়ে নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা চেয়ারম্যন অধ্যাপক শফিউল্লাহ জানান, পাহাড়ি অঞ্চলের সুপের পানি জন্য সরকারের পাশাপাশি সামর্থবান প্রতিষ্টানগুলোকে এগিয়ে অোসতে হবে।

পাহাড়ি অঞ্চলের সর্ব প্রথম বিশুদ্ধ খাবার পানি প্রকল্প নাইক্ষ্যংছড়িতে শুরু করে বিশুদ্ধ পানি সংকট দূর করেছেন বিএটিবি, এজন্য উপজেলা পরিষদের পক্ষ থেকে বিএটিবি কে ধন্যবাদ জারাচ্ছি।

http://thedailyshangu.com/archives/37947

The Bangladesh Today
UNITING PEOPLE EVERYDAY

23 July 2020

‘প্রবাহ’ প্রকল্পের মাধ্যমে বিশুদ্ধ খাবার পানি পাচ্ছেন বান্দরবানের ৫ হাজারের বেশি মানুষ

বিএটি বাংলাদেশের সিএসআর প্রকল্প ‘প্রবাহ’ এর মাধ্যমে বিশুদ্ধ খাবার পানি পাচ্ছেন পার্বত্য জেলা বান্দরবানের পাঁচ হাজারেরও বেশি মানুষ। দেশের আর্সেনিকপ্রবণ বিভিন্ন অঞ্চলে সফলভাবে কার্যক্রম পরিচালনার পর গৃহিত এই উদ্যোগটির মাধ্যমে প্রথমবারের মতো পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে যাত্রা শুরু করল ‘প্রবাহ’।

বান্দরবানের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ দাউদুল ইসলাম সম্প্রতি আনুষ্ঠানিকভাবে ‘প্রবাহ’ পানি বিশুদ্ধকরণ প্লান্টটির উদ্বোধন করেন। এসময় নাইক্ষ্যংছড়ি সদর উপজেলা চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোহাম্মদ শফিউল্লাহ, উপজেলা নির্বাহী কর্তকর্তা সাদিয়া আফরিন কচি এবং নাইক্ষ্যংছড়ি সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নুরুল আবসার ইমন সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

প্লান্টটি উদ্বোধনকালে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ দাউদুল ইসলাম বলেন, “বান্দরবান জেলায় নিরাপদ ও সুপেয় পানির তীব্র সংকট রয়েছে। নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলাও এর ব্যতিক্রম নয়। এ অবস্থায় বিএটি বাংলাদেশ তার ‘প্রবাহ’ প্রকল্পের মাধ্যমে উপজেলা সদরে নিরাপদ ও সুপেয় পানি সরবরাহের জন্য যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, তা সত্যিই প্রশংসার দাবিদার। ‘প্রবাহ’ প্রকল্পের মাধ্যমে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর মাঝে বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহে সহযোগিতা করার জন্য বিএটি বাংলাদেশকে আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।”

শুস্ক মৌসুমে পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ায় প্রায়ই চরম সংকটে পড়তে হয় নাইক্ষ্যংছড়ি ও এর আশপাশের এলাকার বাসিন্দাদের। তখন তারা পাহাড়ি ঝিরি কিংবা কূপ খননের মাধ্যমে খাবার পানির চাহিদা পূরণ করে থাকেন। তাছাড়া, পাথুরে স্তরের কারণে ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন করাটা একই সাথে বেশ কষ্টসাধ্য এবং ব্যয়বহুল; যা নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার সাধারণ মানুষের পক্ষে প্রায় অসম্ভব।

স্থানীয়দের বিশ্বাস, ‘প্রবাহ’ এর এই প্রকল্পের মাধ্যমে তাদের পানির সমস্যার সমাধান হবে। প্লান্টটি প্রতিদিন গড়ে প্রায় ১০ হাজার লিটার বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করতে সক্ষম, যা দিয়ে পাঁচ হাজারেরও বেশি মানুষ তাদের নিত্যদিনের পানির চাহিদা পূরণ করতে পারবেন।

নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার স্থানীয় বাসিন্দা মোহাম্মদ আইয়ুব জানান, বিশুদ্ধ পানির জন্য আগে প্রতিমাসে তাকে ৩,০০০ টাকা খরচ করতে হতো। ‘প্রবাহ’ প্রকল্প চালু হবার পর সেই টাকাটা তিনি সঞ্চয় করতে পারছেন। প্লান্টের বিশুদ্ধ পানি ব্যবহার করতে পেরে উচ্ছাস প্রকাশের পাশাপাশি বিএটি বাংলাদেশকে ধন্যবাদ জানান তিনি।

বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায়, বিশেষত: আর্সেনিকপ্রবণ এলাকাগুলোর সুপেয় পানির অভাব পূরণে ২০০৯ সালে ‘প্রবাহ’ নামে নিরাপদ খাবার পানির এই বিশেষ প্রকল্পটি চালু করে বিএটি বাংলাদেশ। বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ কার্যক্রমের স্বীকৃতি স্বরূপ ইতোমধ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নানান পুরস্কারও পেয়েছে ‘প্রবাহ’। এই প্রকল্পের আওতায় গত ১১ বছরে দেশের ১৪টিরও বেশি জেলায় ৮৮টি পানি শোধনাগার স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, ঝিনাইদহ, চুয়াডাঙ্গা, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, জামালপুর, মাদারীপুর, সাতক্ষীরা, নাটোর, গোপালগঞ্জ, টাঙ্গাইল ও মানিকগঞ্জে বিএটি বাংলাদেশের পানি শোধনাগার রয়েছে। ‘বান্দরবান’ এই তালিকায় নতুন সংযোজন।

পাহাড়ি অঞ্চলে নিরাপদ পানির যোগান, বিশেষত: শুস্ক মৌসুমে পানির সংকট সমাধানে প্রকল্পটির গুরুত্ব নিয়ে বিএটি বাংলাদেশের ডিভিশনাল লিফ ম্যানেজার মামুনুর রশিদ বলেন, “’প্রবাহ’ প্রকল্পটির মাধ্যমে আমরা গত ১১ বছর ধরে দেশের আর্সেনিকপ্রবণ বিভিন্ন অঞ্চলে আর্সেনিকমুক্ত নিরাপদ খাবার পানি সরবরাহ করে মানুষের সহযোগিতা করার চেষ্টা করে আসছি। পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রথমবারের মতো ‘প্রবাহ’ প্রকল্পটির কার্যক্রম শুরু করতে পেরে আমরা খুবই আনন্দিত। আমি আশাবাদী যে, আমাদের এই প্রচেষ্টা নাইক্ষ্যংছড়ি এলাকার মানুষজনকে বিশুদ্ধ খাবার পানির সংকট কাটিয়ে উঠতে কিছুটা হলেও সহায়তা করবে।”

https://www.bangladeshtoday.net/প্রবাহ-প্রকল্পের-মাধ্য/

Barta24 বাংলার, বাঙালির সংবাদ সারথি
বার্তা২৪

23 July 2020

‘প্রবাহ’ প্রকল্পে বিশুদ্ধ খাবার পানি পাচ্ছে বান্দরবানের ৫ হাজারের বেশি মানুষ

প্রথমবারের মতো পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে যাত্রা শুরু করল ‘প্রবাহ’/ছবি: সংগৃহীত

বিএটি বাংলাদেশের সিএসআর প্রকল্প ‘প্রবাহ’ এর মাধ্যমে বিশুদ্ধ খাবার পানি পাচ্ছেন পার্বত্য জেলা বান্দরবানের পাঁচ হাজারেরও বেশি মানুষ। দেশের আর্সেনিকপ্রবণ বিভিন্ন অঞ্চলে সফলভাবে কার্যক্রম পরিচালনার পর গৃহীত এই উদ্যোগটির মাধ্যমে প্রথমবারের মতো পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে যাত্রা শুরু করল ‘প্রবাহ’।

বান্দরবানের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ দাউদুল ইসলাম সম্প্রতি আনুষ্ঠানিকভাবে ‘প্রবাহ’ পানি বিশুদ্ধকরণ প্লান্টটির উদ্বোধন করেন। এসময় নাইক্ষ্যংছড়ি সদর উপজেলা চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোহাম্মদ শফিউল্লাহ, উপজেলা নির্বাহী কর্তকর্তা সাদিয়া আফরিন কচি এবং নাইক্ষ্যংছড়ি সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নুরুল আবসার ইমনও সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

প্লান্টটি উদ্বোধনকালে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ দাউদুল ইসলাম বলেন, বান্দরবান জেলায় নিরাপদ ও সুপেয় পানির তীব্র সংকট রয়েছে। নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলাও এর ব্যতিক্রম নয়। এ অবস্থায় বিএটি বাংলাদেশ তার ‘প্রবাহ’ প্রকল্পের মাধ্যমে উপজেলা সদরে নিরাপদ ও সুপেয় পানি সরবরাহের জন্য যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, তা সত্যিই প্রশংসার দাবিদার। ‘প্রবাহ’ প্রকল্পের মাধ্যমে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহে সহযোগিতা করার জন্য বিএটি বাংলাদেশকে আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

শুষ্ক মৌসুমে পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ায় প্রায়ই চরম সংকটে পড়তে হয় নাইক্ষ্যংছড়ি ও এর আশপাশের এলাকার বাসিন্দাদের। তখন তারা পাহাড়ি ঝিরি কিংবা কূপ খননের মাধ্যমে খাবার পানির চাহিদা পূরণ করে থাকে। তাছাড়া, পাথুরে স্তরের কারণে ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন করাটা একই সাথে বেশ কষ্টসাধ্য এবং ব্যয়বহুল; যা নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার সাধারণ মানুষের পক্ষে প্রায় অসম্ভব।

স্থানীয়দের বিশ্বাস, ‘প্রবাহ’ এর এই প্রকল্পের মাধ্যমে তাদের পানির সমস্যার সমাধান হবে। প্লান্টটি প্রতিদিন গড়ে প্রায় ১০ হাজার লিটার বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করতে সক্ষম, যা দিয়ে পাঁচ হাজারেরও বেশি মানুষ তাদের নিত্যদিনের পানির চাহিদা পূরণ করতে পারবেন।

নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার স্থানীয় বাসিন্দা মোহাম্মদ আইয়ুব জানান, বিশুদ্ধ পানির জন্য আগে তিনি প্রতিমাসে তাকে ৩,০০০ টাকা খরচ করতে হতো। প্রবাহ প্রকল্প চালু হবার পর সেই টাকাটা তিনি সঞ্চয় করতে পারছেন। প্লান্টের বিশুদ্ধ পানি ব্যবহার করতে পেরে উচ্ছ্বাস প্রকাশের পাশাপাশি বিএটি বাংলাদেশকে ধন্যবাদ জানান তিনি।

বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায়, বিশেষত: আর্সেনিকপ্রবণ এলাকাগুলোর সুপেয় পানির অভাব পূরণে ২০০৯ সালে ‘প্রবাহ’ নামে নিরাপদ খাবার পানির এই বিশেষ প্রকল্পটি চালু করে বিএটি বাংলাদেশ। বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ কার্যক্রমের স্বীকৃতি স্বরূপ ইতোমধ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নানান পুরস্কারও পেয়েছে প্রবাহ। এই প্রকল্পের আওতায় গত ১১ বছরে দেশের ১৪টিরও বেশি জেলায় ৮৮টি পানি শোধনাগার স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, ঝিনাইদহ, চুয়াডাঙ্গা, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, জামালপুর, মাদারীপুর, সাতক্ষীরা, নাটোর, গোপালগঞ্জ, টাঙ্গাইল ও মানিকগঞ্জে বিএটি বাংলাদেশের পানি শোধনাগার রয়েছে। ‘বান্দরবান’ এই তালিকায় নতুন সংযোজন।

পাহাড়ি অঞ্চলে নিরাপদ পানির যোগান, বিশেষত: শুস্ক মৌসুমে পানির সংকট সমাধানে প্রকল্পটির গুরুত্ব নিয়ে বিএটি বাংলাদেশের ডিভিশনাল লিফ ম্যানেজার মামুনুর রশিদ বলেন, প্রবাহ প্রকল্পটির মাধ্যমে আমরা গত ১১ বছর ধরে দেশের আর্সেনিকপ্রবণ বিভিন্ন অঞ্চলে আর্সেনিকমুক্ত নিরাপদ খাবার পানি সরবরাহ করে মানুষের সহযোগিতা করার চেষ্টা করে আসছি। পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রথমবারের মতো প্রবাহ প্রকল্পটির কার্যক্রম শুরু করতে পেরে আমরা খুবই আনন্দিত। আমি আশাবাদী যে, আমাদের এই প্রচেষ্টা নাইক্ষ্যংছড়ি এলাকার মানুষজনকে বিশুদ্ধ খাবার পানির সংকট কাটিয়ে উঠতে কিছুটা হলেও সহায়তা করবে।

https://barta24.com/details/national/98953/bandarban-probaho-project

দৈনিক পূর্বদেশ
Dainik Purbodesh

23 July 2020

বিএটি'র আর্সেনিকমুক্ত সুপেয় পানি পাবে পাঁচ হাজার মানুষ

বান্দরবান প্রতিনিধি

বান্দরবান নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা সদরের ধুংরী হেডম্যানপাড়ার বাসিন্দা মিংখিং মারাম। প্রতিদিন নিজ পল্লী থেকে অর্ধ কিলোমিটার দূরে উপজেলা সদরের সামনের টিউবওয়েল থেকে সুপেয় পানি সরবরাহ করতেন। অনেক সময় মানুষের দীর্ঘ লাইনের কারণে এ টিউবওয়েলে পানি না পেয়ে খালি কলস নিয়ে ফিরতে হয়েছে। তারমতো নাইক্ষ্যংছড়ি সদরের শত মানুষ সুপেয় পানির জন্য চরম দুর্ভোগে জীবন কাটিয়েছে। এখন সেই দিন অতীত হয়ে গেছে। উপজেলা পরিষদ ভবনের পেছনে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো (বিএটি) স্থাপন করেছে আর্সেনিকমুক্ত সুপেয় পানি শোধনাগার। এখন থেকে প্রতিদিন সেখান থেকে আনুমানিক ১০ হাজার লিটার আর্সেনিকমুক্ত পানি সংগ্রহ করতে পারবেন এলাকার মানুষ। জানা যায়, পাহাড়ী এলাকায় সরকারী বা ব্যক্তিমালিকানার টিউবওয়েল, রিংওয়েল গুলোতে শুষ্ক মৌসুমে পানির স্তর নিচে নেমে গেলে নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা সদর ছাড়াও পাঁচটি ইউনিয়নে সুপেয় পানির তীব্র সংকট দেখা দেয়। যার কারণে দীর্ঘদিন ধরে দূর্গম এলাকার মানুষ বিভিন্ন রিংওয়েল, পাহাড়ী ঝিরি বা কূপ খনন করে পানি পান করে আসছিলেন। এদিকে উপজেলা সদরের মসজিদঘোনা, মহাজনঘোনা, ধুংরী হেডম্যানপাড়া, স্কুলপাড়া, হিন্দুপাড়া, আবাসিক এলাকা, বাজারপাড়াসহ সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী ও বাজারের ব্যবসায়ীরা সুপেয় পানির সংকটে ছিল। উপজেলা পরিষদের সামনের একমাত্র টিউবওয়েলটি ছিল তাদের একমাত্র পানির ভরসা। তাও আবার শুষ্ক মৌসুমে পর্যাপ্ত পানি মিলতনা। এ বিষয়ে নাইক্ষ্যংছড়ি সদর ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার আরেফ উল্লাহ ছুট্টু জানান, দীর্ঘদিন পর সদর ওয়ার্ডের বাজার এলাকার মানুষের খাবার পানির সংকট দূর হতে যাচ্ছে। এ জন্য তিনি বিএটিকে ধন্যবাদ জানান। আদর্শগ্রাম, ইসলামপুরসহ দূরের গ্রামগুলোতেও এই প্রকল্পটি বাড়ানো হলে মানুষ আরো বেশি উপকৃত হবে। বিএটি'র নাইক্ষ্যংছড়ি এরিয়া ব্যবস্থাপক রফিকুল ইসলাম জানান, উপজেলা সদরে দীর্ঘদিন বিশুদ্ধ পানির সংকট তিনি লক্ষ্য করেছেন। বিষয়টি উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নজরে আনার পর বিএটি সামাজিক দায়বদ্ধতা কার্যক্রমের (সিএসআর) অংশ হিসেবে প্রকল্পটির মাধ্যমে পরিশোধন প্ল্যান্টটি স্থাপন করেছে। এতে করে এলাকার মানুষ প্রতদিন দশ হাজার লিটার পানি সরবরাহ করতে পারবেন। নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাদিয়া আফরিন কচি বলেন, পাহাড়ী অঞ্চলের মানুষের সুপেয় পানির জন্য সরকারী প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি অন্যান্য প্রতিষ্ঠানেরও কাজ করা উচিত। এ প্লানটির মাধ্যমে শত শত মানুষ উপকৃত হবে।

https://dailypurbodesh.com/বিএটির-আর্সেনিকমুক্ত-সু/

23 July 2020

নাইক্ষ্যংছড়িতে আর্সেনিকমুক্ত ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট উদ্বোধন

॥ বান্দরবান প্রতিনিধি ॥

বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়িতে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো (বিএটি)র উদ্যোগে দেশের ১০৯তম আর্সেনিকমুক্ত সুপেয় পানি শোধনাগারের উদ্বোধন করা হয়েছে। বুধবার দুপুরে বান্দরবান পার্বত্য জেলার নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা পরিষদ এলাকায় ফিতা কেটে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকল্পটির উদ্বোধন করেন বান্দরবান জেলা প্রশাসক মো: দাউদুল ইসলাম। পরে তিনি প্রকল্প এলাকায় একটি সোনালু গাছের চারা রোপন করেন।

এসময় বিএটির প্রবাহ এই প্রকল্পের প্রশাংসা করে আগামীতে পাহাড়ে পানি সংকট রোধে সরকারের নানা পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করেন জেলা প্রশাসক। বিএটি'র সামাজিক দায়বদ্ধতা কার্যক্রমের (সিএসআর) প্রকল্পের আওতায় নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা পরিষদ সংলগ্ন এলাকায় এই পানির প্লানটি স্থাপন করা হয়েছে। উত্তরাঞ্চলে এই প্রকল্পটি চালু থাকলেও এটিই পাহাড়ের প্রথম আর্সেনিকমুক্ত পানি শোধানাগার। পানির প্লানটির মাধ্যমে উপজেলা সদর এলাকার ধুংরী হেডম্যানপাড়া, হিন্দুপাড়া, আবাসিক এলাকা, বাজারপাড়াসহ সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী ও বাজারের ব্যবসায়ীদের মধ্যে অন্তত ৫হাজার মানুষের জন্য সুপেয় পানির সংকট দূর হবে বলে জানিয়েছেন উপজেলা চেয়ারম্যান।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) মোহাম্মদ শফিউল আলম, উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাদিয়া আফরিন কচি, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান মংহ্লা মারমা, বিএটিবির চট্টগ্রাম ডিভিশনার ম্যানেজার মামুনুর রশিদ, রিজিয়ন্যাল ম্যানেজার দেওয়ান আমিনুল ইসলাম নাছিম, নাইক্ষ্যংছড়ি লীফ এরিয়া ম্যানেজার রফিকুল ইসলাম, সদর ইউপি চেয়ারম্যান নুরুল আবছার ইমন।

http://www.chttimes24.com/archives/80988

22 July 2020

নাইক্ষ্যংছড়িতে আর্সেনিক মুক্ত ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট উদ্বোধন

সিএইচটি টুডে ডট কম,বান্দরবান। বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলায় বৃট্রিশ আমেরিকান ট্যোবাকোর (প্রবাহ) অর্থায়নে আর্সেনিকমুক্ত ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্টের উদ্বোধন করেছেন বান্দরবানের জেলা প্রশাসক মো. দাউদুল ইসলাম।

উদ্বোধন কালে জেলা প্রশাসক বলেন, বাংলাদেশের পানিতে আর্সেনিকের আধিক্য মানুষের জন্য একটি হুমকি। নানাভাবে আর্সেনিকমুক্ত পানি সরবরাহের চেষ্টা করছে বর্তমান সরকার, তার পাশাপাশি বিএটি বাংলাদের বিভিন্ন অঞ্চলে এ আর্সেনিকমুক্ত ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান স্থাপন করলেও নাইক্ষ্যংছড়িতে বিএটি উদ্যোগে এ প্লান্ট স্থাপনটা পার্বত্যঞ্চলের জন্য এই প্রথম।

২২জুলাই (বুধবার) বেলা সাড়ে ১২টায় বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা পরিষদ প্রাঙ্গন সংলগ্ন বৃটিশ আমেরিকান ট্যোবাকোর (বিএটি) এর অর্থায়নে প্রায় ১৫লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট উদ্বোধনে অন্যান্যদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম ডিভিশনাল লীফ ম্যানেজার (বিএটিবি) মামুনুর রশিদ, চট্টগ্রাম দক্ষিণ রিজিওনাল লীফ ম্যানেজার,(বিএটিবি) দেওয়ান আমিনুল ইসলাম নাসিম,নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যন ও উপজেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি অধ্যাপক মো: শফিউল্লাহ, উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাদিয়া আফরিন কচি, নাইক্ষ্যংছড়ি এরিয়া ব্যবস্থাপক রফিকুল ইসলাম, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান মংহ্লাওয়ে মার্মা,প্রেসক্লাব সভাপতি শামীম ইকবাল চৌধুরী, ইউপি চেয়ারম্যান নুরুল আবছার ইমনসহ বিএটিবির উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা।

সুত্রে জানা যায়,বৃটিশ আমেরিকান ট্যোবাকোর(বিএটি) প্রবাহ প্রকল্পের আওতায় সারাদেশে এটিসহ প্রায় ১১০টি ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপন করা হয়েছে যা আর্সেনিক ও অন্যান্য ক্ষতিকর উপাদান পরিশোধিত করতে সক্ষম ,এই ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট থেকে প্রতিদিন ১০হাজার লিটার সুপেয় পানিতে প্রায় ২০০শ পরিবারের দৈনন্দিন চাহিদা মিটিয়ে উদ্বৃত্ত থাকবে।

http://www.chttoday.com/news/6307

দৈনিক বান্দরবান
www.DainikBandarban.com

23 July 2020

নাইক্ষ্যংছড়িতে আর্সেনিক মুক্ত ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট উদ্বোধন

দৈনিক বান্দরবান

বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলায় বৃট্রিশ আমেরিকান ট্যোবাকোর (প্রবাহ) অর্থায়নে আর্সেনিকমুক্ত ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্টের উদ্বোধন করেছেন বান্দরবানের জেলা প্রশাসক মো. দাউদুল ইসলাম।

উদ্বোধন কালে জেলা প্রশাসক বলেন, বাংলাদেশের পানিতে আর্সেনিকের আধিক্য মানুষের জন্য একটি হুমকি। নানাভাবে আর্সেনিকমুক্ত পানি সরবরাহের চেষ্টা করছে বর্তমান সরকার, তার পাশাপাশি বিএটি বাংলাদের বিভিন্ন অঞ্চলে এ আর্সেনিকমুক্ত ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান স্থাপন করলেও নাইক্ষ্যংছড়িতে বিএটি উদ্যোগে এ প্লান্ট স্থাপনটা পার্বত্যঞ্চলের জন্য এই প্রথম।

২২জুলাই (বুধবার) বেলা সাড়ে ১২টায় বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা পরিষদ প্রাঙ্গন সংলগ্ন বৃটিশ আমেরিকান ট্যোবাকোর (বিএটি) এর অর্থায়নে প্রায় ১৫লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট উদ্বোধনে অন্যান্যদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম ডিভিশনাল লীফ ম্যানেজার (বিএটিবি) মামুনুর রশিদ, চট্টগ্রাম দক্ষিণ রিজিওনাল লীফ ম্যানেজার,(বিএটিবি) দেওয়ান আমিনুল ইসলাম নাসিম,নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যন ও উপজেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি অধ্যাপক মো: শফিউল্লাহ, উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাদিয়া আফরিন কচি, নাইক্ষ্যংছড়ি এরিয়া ব্যবস্থাপক রফিকুল ইসলাম, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান মংহ্লাওয়ে মার্মা,প্রেসক্লাব সভাপতি শামীম ইকবাল চৌধুরী, ইউপি চেয়ারম্যান নুরুল আবছার ইমনসহ বিএটিবির উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা।

সুত্রে জানা যায়,বৃটিশ আমেরিকান ট্যোবাকোর(বিএটি) প্রবাহ প্রকল্পের আওতায় সারাদেশে এটিসহ প্রায় ১১০টি ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপন করা হয়েছে যা আর্সেনিক ও অন্যান্য ক্ষতিকর উপাদান পরিশোধিত করতে সক্ষম ,এই ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট থেকে প্রতিদিন ১০হাজার লিটার সুপেয় পানিতে প্রায় ২০০শ পরিবারের দৈনন্দিন চাহিদা মিটিয়ে উদ্বৃত্ত থাকবে।

https://www.dainikbandarban.com/নাইক্ষ্যংছড়িতে-আর্সেনিক-মুক্ত-ওয়াটার-ট্রিটমেন্ট-প্লান্ট-উদ্বোধন/9766

পাহাড়ের আলো
paharer-alo.com

22 July 2020

নাইক্ষ্যংছড়িতে আর্সেনিক মুক্ত ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট উদ্বোধন করলেন জেলা প্রশাসক দাউদুল ইসলাম

শামীম ইকবাল চৌধুরী, নাইক্ষ্যংছড়িঃ-নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলায় ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকোর (প্রবাহ) অর্থায়নে আর্সেনিকমুক্ত ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্টের উদ্বোধন করলেন বান্দরবান জেলা প্রশাসক মোঃ দাউদুল ইসলাম।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বান্দরবান জেলা প্রশাসক বলেন, বাংলাদেশের পানিতে আর্সেনিকের আধিক্য মানুষের জন্য একটি হুমকি। নানা ভাবে আর্সেনিকমুক্ত পানি সরবরাহের চেষ্টা করছে সরকার। তার পাশাপাশি বিএটি বাংলাদের বিভিন্ন অঞ্চলে এ আর্সেনিকমুক্ত ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান স্থাপন করলেও নাইক্ষ্যংছড়িতে বিএটি উদ্যোগে এ প্লান্ট স্থাপনটা পার্বত্যঞ্চলের জন্য এই প্রথম।
২২ জুলাই (বুধবার) বেলা সাড়ে ১২টায় নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা পরিষদ বাউন্ডারী সংলগ্ন ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকোর (বিএটি) এর অর্থায়নে প্রায় ১৫ লাখ টাকা ব্যয়ে নির্মিত ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট উদ্বোধনে অন্যান্যদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন, চট্টগ্রাম ডিভিশনাল লীফ ম্যানেজার (বিএটিবি) মামুনুর রশিদ, চট্টগ্রাম দক্ষিণ রিজিওনাল লীফ ম্যানেজার,(বিএটিবি) দেওয়ান আমিনুল ইসলাম নাসিম। নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যন ও উপজেলা আওয়ামীলীগ সভাপতি অধ্যাপক মো: শফিউল্লাহ, উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাদিয়া আফরিন কচি, নাইক্ষ্যংছড়ি এরিয়া ব্যবস্থাপক রফিকুল ইসলাম, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান মংহ্লাওয়ে মার্মা, প্রেসক্লাব সভাপতি শামীম ইকবাল চৌধুরী, ইউপি চেয়ারম্যান নুরুল আবছার ইমনসহ বিএটিবির উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
জানা যায়, ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকোর (বিএটি) প্রবাহ প্রকল্পের আওতায় সারাদেশে এটিসহ প্রায় ১১০টি ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপন করা হয়েছে যা আর্সেনিক ও অন্যান্য ক্ষতিকর উপাদান পরিশোধিত করতে সক্ষম।
এই ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট থেকে প্রতিদিন ১০ হাজার লিটার সুপিয় পানিতে প্রায় ২শত পরিবারের দৈনন্দিন চাহিদা মিটিয়ে উদ্বৃত্ত থাকবে বলে জানান, নাইক্ষ্যংছড়ি এরিয়া ব্যবস্থাপক রফিকুল ইসলাম।
এদিকে এই বিষয়ে নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা চেয়ারম্যন অধ্যাপক শফিউল্লাহ জানান, পাহাড়ি অঞ্চলের সুপের পানি জন্য সরকারের পাশাপাশি সামর্থবান প্রতিষ্টানগুলোকে এগিয়ে আসতে হবে। তিনি আরও জানান, পাহাড়ি অঞ্চলের সর্বপ্রথম বিশুদ্ধ খাবার পানি প্রকল্প নাইক্ষ্যংছড়িতে শুরু করে বিশুদ্ধ পানি সংকট দূর করেছেন বিএটিবি, এজন্য উপজেলা পরিষদের পক্ষ থেকে বিএটিবিকে ধন্যবাদ জানান।

https://paharer-alo.com/2020/07/22/নাইক্ষ্যংছড়িতে-আর্সেনিক/

NewsDog

23 July 2020

নাইক্ষ্যংছড়িতে আর্সেনিকমুক্ত ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট উদ্বোধন করলেন জেলা প্রশাসক দাউদুল ইসলাম

শামীম ইকবাল চৌধুরী : নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলায় বৃট্রিশ আমেরিকান ট্যোবাকোর (প্রবাহ) অর্থায়নে আর্সেনিকমুক্ত ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্টের উদ্বোধন করেন বান্দরবান জেলা প্রশাসক মো, দাউদুল ইসলাম।উদ্বোধন কালে জেলা প্রশাসক বলেন, বাংলাদেশের পানিতে আর্সেনিকের আধিক্য মানুষের জন্য একটি হুমকি।
নানা ভাবে আর্সেনিকমুক্ত পানি সরবরাহের চেষ্টা করছে সরকার। তার পাশাপাশি বিএটি বাংলাদের বিভিন্ন অঞ্চলে এ আর্সেনিকমুক্ত ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান স্থাপন করলেও নাইক্ষ্যংছড়িতে বিএটি উদ্যোগে এ প্লান্ট স্থাপনটা পার্বত্যঞ্চলের জন্য এই প্রথম।

২২ জুলাই (বুধবার) বেলা সাড়ে ১২টায় নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা পরিষদ বাউন্ডারী সংলগ্ন বৃট্রিশ আমেরিকান ট্যোবাকোর (বিএটি) এর অর্থায়নে প্রায় ১৫ লাখ টাকা ব্যয়ে নির্মিত ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট উদ্বোধনে অন্যান্যদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন চট্রগ্রাম ডিভিশনাল লীফ ম্যানেজার (বিএটিবি) মামুনুর রশিদ।
চট্রগ্রাম দক্ষিণ রিজিওনাল লীফ ম্যানেজার,(বিএটিবি) দেওয়ান অোমিনুল ইসলাম নাসিম।
নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যন ও উপজেলা অোওয়ামী লীগ সভাপতি অধ্যাপক মো: শফিউল্লাহ, উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাদিয়া অোফরিন কচি, নাইক্ষ্যংছড়ি এরিয়া ব্যবস্হাপক রফিকুল ইসলাম, উপজেলে ভাইস চেয়ারম্যান মংহ্লাওয়ে মার্মা,প্রেসক্লাব সভাপতি শামীম ইকবাল চৌধুরী, ইউপি চেয়ারম্যান নুরুল অোবছার ইমনসহ বিএটিবির উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

জানাযায়,
বৃট্রিশ আমেরিকান ট্যোবাকোর(বিএটি) প্রবাহ প্রকল্পের আওতায় সারাদেশে এটিসহ প্রায় ১১০টি ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপন করা হয়েছে যা আর্সেনিক ও অন্যান্য ক্ষতিকর উপাদান পরিশোধিত করতে সক্ষম।

এই ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট থেকে প্রতিদিন ১০ হাজার লিটার সুপিয় পানিতে প্রায় ২০০শ পরিবারের দৈনন্দিন চাহিদা মিটিয়ে উদ্বৃত্ত থাকবে বলে জানান নাইক্ষ্যংছড়ি এরিয়া ব্যবস্হাপক রফিকুল ইসলাম।
এদিকে এই বিষয়ে নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা চেয়ারম্যন অধ্যাপক শফিউল্লাহ জানান, পাহাড়ি অঞ্চলের সুপের পানি জন্য সরকারের পাশাপাশি সামর্থবান প্রতিষ্টানগুলোকে এগিয়ে অোসতে হবে।
তিনি আরও জানান পাহাড়ি অঞ্চলের সর্ব প্রথম বিশুদ্ধ খাবার পানি প্রকল্প নাইক্ষ্যংছড়িতে শুরু করে বিশুদ্ধ পানি সংকট দূর করেছেন বিএটিবি, এজন্য উপজেলা পরিষদের পক্ষ থেকে বিএটিবি কে ধন্যবাদ জানান।

https://www.newsdogapp.com/bn/article/5f181a69aa84fe2ab2372343/?d=false

সাপ্তাহিক পার্বত্য বাণী
সত্যের পথে নির্ভিক

23 July 2020

নাইক্ষ্যংছড়িতে আর্সেনিকমুক্ত ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট উদ্বোধন করলেন জেলা প্রশাসক দাউদুল ইসলাম

সানজিদা আক্তার রুনা, নাইক্ষ্যংছড়িঃনাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলায় বৃট্রিশ আমেরিকান ট্যোবাকোর (প্রবাহ) অর্থায়নে আর্সেনিকমুক্ত ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্টের উদ্বোধন করেন বান্দরবান জেলা প্রশাসক মো. দাউদুল ইসলাম। উদ্বোধন কালে জেলা প্রশাসক বলেন, বাংলাদেশের পানিতে আর্সেনিকের আধিক্য মানুষের জন্য একটি হুমকি। নানা ভাবে আর্সেনিকমুক্ত পানি সরবরাহের চেষ্টা করছে সরকার। তার পাশাপাশি বিএটি বাংলাদের বিভিন্ন অঞ্চলে এ আর্সেনিকমুক্ত ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপন করলেও নাইক্ষ্যংছড়িতে বিএটি উদ্যোগে এ প্লান্ট স্থাপনটা পার্বত্যঞ্চলের জন্য এই প্রথম।

২২ জুলাই (বুধবার) বেলা সাড়ে ১২টায় নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা পরিষদ বাউন্ডারী সংলগ্ন বৃট্রিশ আমেরিকান ট্যোবাকোর (বিএটি) এর অর্থায়নে প্রায় ১৫ লাখ টাকা ব্যয়ে নির্মিত ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট উদ্বোধনে অন্যান্যদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন চট্রগ্রাম ডিভিশনাল লীফ ম্যানেজার (বিএটিবি) মামুনুর রশিদ। চট্রগ্রাম দক্ষিণ রিজিওনাল লীফ ম্যানেজার,(বিএটিবি) দেওয়ান অোমিনুল ইসলাম নাসিম। নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যন ও উপজেলা অোওয়ামী লীগ সভাপতি অধ্যাপক মো: শফিউল্লাহ, উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাদিয়া অোফরিন কচি, নাইক্ষ্যংছড়ি এরিয়া ব্যবস্হাপক রফিকুল ইসলাম, উপজেলে ভাইস চেয়ারম্যান মংহ্লাওয়ে মার্মা,প্রেসক্লাব সভাপতি শামীম ইকবাল চৌধুরী, ইউপি চেয়ারম্যান নুরুল অোবছার ইমনসহ বিএটিবির উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

জানাযায়, বৃট্রিশ আমেরিকান ট্যোবাকোর(বিএটি) প্রবাহ প্রকল্পের আওতায় সারাদেশে এটিসহ প্রায় ১১০টি ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপন করা হয়েছে যা আর্সেনিক ও অন্যান্য ক্ষতিকর উপাদান পরিশোধিত করতে সক্ষম।

এই ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট থেকে প্রতিদিন ১০ হাজার লিটার সুপিয় পানিতে প্রায় ২০০শ পরিবারের দৈনন্দিন চাহিদা মিটিয়ে উদ্বৃত্ত থাকবে বলে জানান নাইক্ষ্যংছড়ি এরিয়া ব্যবস্হাপক রফিকুল ইসলাম। এদিকে এই বিষয়ে নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা চেয়ারম্যন অধ্যাপক শফিউল্লাহ জানান, পাহাড়ি অঞ্চলের সুপের পানি জন্য সরকারের পাশাপাশি সামর্থবান প্রতিষ্টানগুলোকে এগিয়ে অোসতে হবে। তিনি আরও জানান পাহাড়ি অঞ্চলের সর্ব প্রথম বিশুদ্ধ খাবার পানি প্রকল্প নাইক্ষ্যংছড়িতে শুরু করে বিশুদ্ধ পানি সংকট দূর করেছেন বিএটিবি, এজন্য উপজেলা পরিষদের পক্ষ থেকে বিএটিবি কে ধন্যবাদ জানান।

https://www.parbattabani.com/1208/

22 July 2020

নাইক্ষ্যংছড়িতে আর্সেনিকমুক্ত ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট উদ্বোধন করলেন জেলা প্রশাসক দাউদুল ইসলাম

সানজিদা আক্তার রুনা, নাইক্ষ্যংছড়িঃনাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলায় বৃট্রিশ আমেরিকান ট্যোবাকোর (প্রবাহ) অর্থায়নে আর্সেনিকমুক্ত ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্টের উদ্বোধন করেন বান্দরবান জেলা প্রশাসক মো. দাউদুল ইসলাম। উদ্বোধন কালে জেলা প্রশাসক বলেন, বাংলাদেশের পানিতে আর্সেনিকের আধিক্য মানুষের জন্য একটি হুমকি। নানা ভাবে আর্সেনিকমুক্ত পানি সরবরাহের চেষ্টা করছে সরকার। তার পাশাপাশি বিএটি বাংলাদের বিভিন্ন অঞ্চলে এ আর্সেনিকমুক্ত ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপন করলেও নাইক্ষ্যংছড়িতে বিএটি উদ্যোগে এ প্লান্ট স্থাপনটা পার্বত্যঞ্চলের জন্য এই প্রথম।২২ জুলাই (বুধবার) বেলা সাড়ে ১২টায় নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা পরিষদ বাউন্ডারী সংলগ্ন বৃট্রিশ আমেরিকান ট্যোবাকোর (বিএটি) এর অর্থায়নে প্রায় ১৫ লাখ টাকা ব্যয়ে নির্মিত ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট উদ্বোধনে অন্যান্যদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন চট্রগ্রাম ডিভিশনাল লীফ ম্যানেজার (বিএটিবি) মামুনুর রশিদ। চট্রগ্রাম দক্ষিণ রিজিওনাল লীফ ম্যানেজার,(বিএটিবি) দেওয়ান অামিনুল ইসলাম নাসিম। নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও উপজেলা অাওয়ামী লীগ সভাপতি অধ্যাপক মো: শফিউল্লাহ, উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাদিয়া অাফরিন কচি, নাইক্ষ্যংছড়ি এরিয়া ব্যবস্থাপক রফিকুল ইসলাম, উপজেলে ভাইস চেয়ারম্যান মংহ্লাওয়ে মার্মা,প্রেসক্লাব সভাপতি শামীম ইকবাল চৌধুরী, ইউপি চেয়ারম্যান নুরুল অাবছার ইমনসহ বিএটিবির উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।জানাযায়, বৃট্রিশ আমেরিকান ট্যোবাকোর(বিএটি) প্রবাহ প্রকল্পের আওতায় সারাদেশে এটিসহ প্রায় ১১০টি ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপন করা হয়েছে যা আর্সেনিক ও অন্যান্য ক্ষতিকর উপাদান পরিশোধিত করতে সক্ষম।এই ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট থেকে প্রতিদিন ১০ হাজার লিটার সুপিয় পানিতে প্রায় ২০০শ পরিবারের দৈনন্দিন চাহিদা মিটিয়ে উদ্বৃত্ত থাকবে বলে জানান নাইক্ষ্যংছড়ি এরিয়া ব্যবস্থাপক রফিকুল ইসলাম। এদিকে এই বিষয়ে নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা চেয়ারম্যন অধ্যাপক শফিউল্লাহ জানান, পাহাড়ি অঞ্চলের সুপের পানি জন্য সরকারের পাশাপাশি সামর্থবান প্রতিষ্টানগুলোকে এগিয়ে অাসতে হবে। তিনি আরও জানান পাহাড়ি অঞ্চলের সর্ব প্রথম বিশুদ্ধ খাবার পানি প্রকল্প নাইক্ষ্যংছড়িতে শুরু করে বিশুদ্ধ পানি সংকট দূর করেছেন বিএটিবি, এজন্য উপজেলা পরিষদের পক্ষ থেকে বিএটিবি কে ধন্যবাদ জানান।

www.orbitnews24.com/?p=336https://ccoxcrimetv.com/নাইক্ষ্যংছড়িতে-আর্সেনিক/

বাংলার ঘটনা

23 July 2020

নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলায় আর্সেনিকমুক্ত ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্টের উদ্বোধন

হিরু কান্তি দাশ
বান্দরবান জেলা প্রতিনিধি:

নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলায় বৃটিশ আমেরিকান ট্যোবাকোর (প্রবাহ) অর্থায়নে আর্সেনিকমুক্ত ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্টের উদ্বোধন করেন বান্দরবান জেলা প্রশাসক মো দাউদুল ইসলাম।
উদ্বোধনকালে জেলা প্রশাসক বলেন, বাংলাদেশের পানিতে আর্সেনিকের আধিক্য মানুষের জন্য একটি হুমকি। নানাভাবে আর্সেনিকমুক্ত পানি সরবরাহের চেষ্টা করছে সরকার। তার পাশাপাশি বিএটি বাংলাদের বিভিন্ন অঞ্চলে এ আর্সেনিকমুক্ত ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান স্থাপন করলেও নাইক্ষ্যংছড়িতে বিএটি'র উদ্যোগে এ প্লান্ট স্থাপনটা পার্বত্যঞ্চলের জন্য এই প্রথম।২২ জুলাই (বুধবার) বেলা সাড়ে ১২টায় নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা পরিষদ বাউন্ডারী সংলগ্ন বৃটিশ আমেরিকান ট্যোবাকোর (বিএটি) এর অর্থায়নে প্রায় ১৫ লাখ টাকা ব্যয়ে নির্মিত ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট উদ্বোধনে অন্যান্যদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম ডিভিশনাল লীফ ম্যানেজার (বিএটিবি) মামুনুর রশিদ, চট্টগ্রাম দক্ষিণ রিজিওনাল লীফ ম্যানেজার (বিএটিবি) দেওয়ান আমিনুল ইসলাম নাসিম, নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যন ও উপজেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি অধ্যাপক মো: শফিউল্লাহ, উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাদিয়া আফরিন কচি, নাইক্ষ্যংছড়ি এরিয়া ব্যবস্থাপক রফিকুল ইসলাম, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান মংহ্লাওয়ে মার্মা, প্রেসক্লাব সভাপতি শামীম ইকবাল চৌধুরী, ইউপি চেয়ারম্যান নুরুল আবছার ইমনসহ বিএটিবির উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
বৃটিশ আমেরিকান ট্যোবাকোর (বিএটি) প্রবাহ প্রকল্পের আওতায় সারাদেশে এটিসহ প্রায় ১১০টি ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপন করা হয়েছে যা আর্সেনিক ও অন্যান্য ক্ষতিকর উপাদান পরিশোধিত করতে সক্ষম। এই ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট থেকে প্রতিদিন ১০ হাজার লিটার সুপেয় পানিতে প্রায় ২'শ পরিবারের দৈনন্দিন চাহিদা মিটিয়ে উদ্বৃত্ত থাকবে বলে জানান নাইক্ষ্যংছড়ি এরিয়া ব্যবস্থাপক রফিকুল ইসলাম।
এদিকে এই বিষয়ে নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা চেয়ারম্যন অধ্যাপক শফিউল্লাহ জানান, পাহাড়ি অঞ্চলের সুপেয় পানির জন্য সরকারের পাশাপাশি সামর্থবান প্রতিষ্ঠানগুলোকে এগিয়ে আসতে হবে। পাহাড়ি অঞ্চলের সর্বপ্রথম বিশুদ্ধ খাবার পানি প্রকল্প নাইক্ষ্যংছড়িতে শুরু করে বিশুদ্ধ পানি সংকট দূর করেছেন বিএটিবি। এজন্য উপজেলা পরিষদের পক্ষ থেকে বিএটিবিকে ধন্যবাদ জানান চেয়ারম্যন অধ্যাপক শফিউল্লাহ।

https://banglargotona.com/2020/07/23/803/

dhakapress24.com
Online Daily Newspaper

29 July 2020

মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে গুলশানে ৫০০০ চারা রোপণ

মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে সরকারের পাশাপাশি রাজধানীর গুলশান সোসাইটি বৃক্ষ রোপন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। এই কর্মসূচি বাস্তবায়নে বিএটি বাংলাদেশের 'বনায়ন' প্রকল্পের মাধ্যমে ৫,০০০ চারা বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয়।

সম্প্রতি বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন ঢাকা-১১ আসনের সংসদ সদস্য এ.কে.এম রহমতুল্লাহ। এসময় অন্যান্যের মধ্যে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের গুলশান বিভাগের উপ-কমিশনার সুদীপ্ত চক্রবর্তী, ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশের লিগ্যাল অ্যান্ড এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স বিভাগের প্রধান মুবিনা আসাফ, গুলশান সোসাইটির সেক্রেটারি ব্যারিস্টার সারওয়াত সিরাজ সহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

উদ্বোধনী বক্তব্যে সংসদ সদস্য এ.কে.এম রহমতুল্লাহ বলেন, "পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গাছের গুরুত্ব অপরিসীম। এদিক বিবেচনায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকীকে সারা দেশে এক কোটি গাছের চারা রোপনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। মহতী এই উদ্যোগে সামিল হয়ে সহযোগিতা করার জন্য বিএটি বাংলাদেশ এবং গুলশান সোসাইটিকে আমি সাধুবাদ জানাই।"

এ বিষয়ে বিএটি বাংলাদেশের লিগ্যাল অ্যান্ড এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স বিভাগের প্রধান মুবিনা আসাফ বলেন, "মুজিববর্ষে গুলশান সোসাইটির বৃক্ষরোপণ কার্যক্রমে আমাদের বনায়ন কর্মসূচির মাধ্যমে ফলজ, বনজ ও ঔষধীসহ বিভিন্ন জাতের ৫০০০ গাছের চারা সরবরাহ করার মাধ্যমে অংশগ্রহণ করতে পেরে আমরা নিজেদেরকে গর্বিত মনে করছি। মহৎ এই উদ্যোগে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেয়ার জন্য গুলশান সোসাইটিকে ধন্যবাদ। আমি মনে করি, এর মাধ্যমে ভবিষ্যতে বনায়ন সহ আরও নানান সামাজিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণের পথ সুগম হলো।"

উল্লেখ্য যে, ১৯৮০ সাল থেকে সারাদেশে 'বনায়ন' প্রকল্পটি পরিচালনা করে আসছে বিএটি বাংলাদেশ, বেসরকারি পর্যায়ে বৃক্ষরোপণের ক্ষেত্রে যা বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় উদ্যোগ। এ বছর ‘বনায়ন’ এর ৪০ বছরে পদার্পণ এবং মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে সারা দেশে ৫০ লক্ষেরও বেশি গাছের চারা বিনামূল্যে সরবরাহ ও রোপণের কর্মসূচি নিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি।

http://dhakapress24.com/news/17571

সাম্প্রতিক দেশকাল

27 July 2020

মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে গুলশানে ৫০০০ গাছের চারা রোপণ

মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে সরকারের পাশাপাশি রাজধানীর গুলশান সোসাইটি বৃক্ষ রোপন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। এই কর্মসূচি বাস্তবায়নে বিএটি বাংলাদেশের 'বনায়ন' প্রকল্পের মাধ্যমে পাঁচ হাজার চারা বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয়।

সম্প্রতি বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন ঢাকা-১১ আসনের সংসদ সদস্য এ.কে.এম রহমতুল্লাহ।

এ সময় অন্যান্যের মধ্যে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের গুলশান বিভাগের উপ-কমিশনার সুদীপ্ত চক্রবর্তী, ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশের লিগ্যাল অ্যান্ড এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স বিভাগের প্রধান মুবিনা আসাফ, গুলশান সোসাইটির সেক্রেটারি ব্যারিস্টার সারওয়াত সিরাজ সহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

উদ্বোধনী বক্তব্যে সংসদ সদস্য এ.কে.এম রহমতুল্লাহ বলেন, "পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গাছের গুরুত্ব অপরিসীম। এদিক বিবেচনায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকীকে সারা দেশে এক কোটি গাছের চারা রোপনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। মহতী এই উদ্যোগে সামিল হয়ে সহযোগিতা করার জন্য বিএটি বাংলাদেশ এবং গুলশান সোসাইটিকে আমি সাধুবাদ জানাই।"

এ বিষয়ে বিএটি বাংলাদেশের লিগ্যাল অ্যান্ড এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স বিভাগের প্রধান মুবিনা আসাফ বলেন, "মুজিববর্ষে গুলশান সোসাইটির বৃক্ষরোপণ কার্যক্রমে আমাদের বনায়ন কর্মসূচির মাধ্যমে ফলজ, বনজ ও ঔষধীসহ বিভিন্ন জাতের ৫০০০ গাছের চারা সরবরাহ করার মাধ্যমে অংশগ্রহণ করতে পেরে আমরা নিজেদেরকে গর্বিত মনে করছি। মহৎ এই উদ্যোগে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেয়ার জন্য গুলশান সোসাইটিকে ধন্যবাদ। আমি মনে করি, এর মাধ্যমে ভবিষ্যতে বনায়নসহ আরও নানান সামাজিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণের পথ সুগম হলো।"

উল্লেখ্য যে, ১৯৮০ সাল থেকে সারাদেশে 'বনায়ন' প্রকল্পটি পরিচালনা করে আসছে বিএটি বাংলাদেশ। বেসরকারি পর্যায়ে বৃক্ষরোপণের ক্ষেত্রে যা বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় উদ্যোগ। এ বছর ‘বনায়ন’ এর ৪০ বছরে পদার্পণ এবং মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে সারা দেশে ৫০ লক্ষেরও বেশি গাছের চারা বিনামূল্যে সরবরাহ ও রোপণের কর্মসূচি নিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি।

www.shampratikdeshkal.com/city/news/200722137/%EF%BB%BFমুজিববর্ষ-উপলক্ষ্যে-গুলশানে-৫০০০-গাছের-চারা-রোপণ

29 July 2020

মুজিব শতবর্ষে গুলশান সোসাইটির বৃক্ষ রোপণ ও চারা বিতরণ কর্মসূচী।

মোঃখালেদ খান :

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার প্রজ্ঞা ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন জ্ঞান গরিমা দিয়ে আজ থেকে ৪৮ বছর আগেই উপলব্ধি করেছিলেন বিশ্ব পরিবেশ রক্ষায় বৃক্ষরাজির প্রয়োজনীয়তা। তাই ১৯৭২ সালে শুরু করেন বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচী। তাঁরই ধারাবাহিকতায় আজ মুজিব বর্ষে এক কোটি গাছ লাগানো কর্মসূচিতে সামিল হয়েছে ঢাকা গুলশান সোসাইটি। গত ২৫ জুলাই শনিবার গুলশান সোসাইটি লেক পার্কে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পাঁচ হাজার চারা বিতরণ ও রোপণের কর্মসূচি উদ্বোধন করা হয়। উল্লেখ্য বৃটিশ আমেরিকা টোব্যাকো কোম্পানীর বনায়ন প্রকল্প সকল চারা সরবরাহ করছেন।

উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় সংসদ জনাব এ, কে,এম রহমাতউল্লাহ, গুলশান জোনের ডেপুটি পুলিশ কমিশনার জনাব সুদীপ কুকার চক্রবর্তী, গুলশান সোসাইটির সেক্রেটারি জেনারেল ব্যারিস্টার সারওয়াত সিরাজ শুক্লা, বৃটিশ আমেরিকা টোব্যাকো কোম্পানীর মুবিনা আসেফ, গুলশান সোসাইটির জায়েন্ট ট্রেজারার জনাব মজিবুর রহমান মৃধা, ১৯ নঃ ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব মফিজুর রহমান সহ অনেক গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

https://ucchakontha.com/archives/17191

২৪ ঘন্টায় আমরা
gnewsbd24
সত্য সংবাদে সাথী ভূমিকায়

27 July 2020

মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে গুলশানে ৫০০০ গাছের চারা রোপণ

মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে সরকারের পাশাপাশি রাজধানীর গুলশান সোসাইটি বৃক্ষ রোপন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। এই কর্মসূচি বাস্তবায়নে বিএটি বাংলাদেশের ‘বনায়ন’ প্রকল্পের মাধ্যমে ৫,০০০ চারা বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয়।

সম্প্রতি বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন ঢাকা-১১ আসনের সংসদ সদস্য এ.কে.এম রহমতুল্লাহ। এসময় অন্যান্যের মধ্যে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের গুলশান বিভাগের উপ-কমিশনার সুদীপ্ত চক্রবর্তী, ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশের লিগ্যাল অ্যান্ড এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স বিভাগের প্রধান মুবিনা আসাফ, গুলশান সোসাইটির সেক্রেটারি ব্যারিস্টার সারওয়াত সিরাজ সহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

উদ্বোধনী বক্তব্যে সংসদ সদস্য এ.কে.এম রহমতুল্লাহ বলেন, ”পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গাছের গুরুত্ব অপরিসীম। এদিক বিবেচনায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকীকে সারা দেশে এক কোটি গাছের চারা রোপনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। মহতী এই উদ্যোগে সামিল হয়ে সহযোগিতা করার জন্য বিএটি বাংলাদেশ এবং গুলশান সোসাইটিকে আমি সাধুবাদ জানাই।

এ বিষয়ে বিএটি বাংলাদেশের লিগ্যাল অ্যান্ড এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স বিভাগের প্রধান মুবিনা আসাফ বলেন, “মুজিববর্ষে গুলশান সোসাইটির বৃক্ষরোপণ কার্যক্রমে আমাদের বনায়ন কর্মসূচির মাধ্যমে ফলজ, বনজ ও ঔষধীসহ বিভিন্ন জাতের ৫০০০ গাছের চারা সরবরাহ করার মাধ্যমে অংশগ্রহণ করতে পেরে আমরা নিজেদেরকে গর্বিত মনে করছি।

মহৎ এই উদ্যোগে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেয়ার জন্য গুলশান সোসাইটিকে ধন্যবাদ। আমি মনে করি, এর মাধ্যমে ভবিষ্যতে বনায়ন সহ আরও নানান সামাজিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণের পথ সুগম হলো।

উল্লেখ্য যে, ১৯৮০ সাল থেকে সারাদেশে ‘বনায়ন’ প্রকল্পটি পরিচালনা করে আসছে বিএটি বাংলাদেশ, বেসরকারি পর্যায়ে বৃক্ষরোপণের ক্ষেত্রে যা বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় উদ্যোগ। এ বছর ‘বনায়ন’ এর ৪০ বছরে পদার্পণ এবং মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে সারা দেশে ৫০ লক্ষেরও বেশি গাছের চারা বিনামূল্যে সরবরাহ ও রোপণের কর্মসূচি নিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি।

https://gnewsbd24.com/archives/12457

26 July 2020

মুজিববর্ষ উপলক্ষে গুলশানে ৫০০০ গাছের চারা রোপণ

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিথিরা, ছবি: বাংলানিউজ

ঢাকা: মুজিববর্ষ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সারাদেশে এক কোটি গাছের চারা রোপণ কর্মসূচি দিয়েছেন। সরকারের এই কর্মসূচিতে অনুপ্রাণিত হয়ে রাজধানীর গুলশান সোসাইটি বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি হাতে নিয়েছে।

শনিবার (২৫ জুলাই) প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন ঢাকা-১১ আসনের সংসদ সদস্য একেএম রহমতুল্লাহ।

এসময় অন্যান্যের মধ্যে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের গুলশান বিভাগের উপ-কমিশনার সুদীপ্ত চক্রবর্তী, ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশের লিগ্যাল অ্যান্ড এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স বিভাগের প্রধান মুবিনা আসাফ, গুলশান সোসাইটির সেক্রেটারি ব্যারিস্টার সারওয়াত সিরাজসহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

উদ্বোধনী বক্তব্যে সংসদ সদস্য একেএম রহমতুল্লাহ বলেন, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গাছের গুরুত্ব অপরিসীম। এ দিক বিবেচনায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকীতে সারাদেশে এক কোটি গাছের চারা রোপণের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। মহতী এই উদ্যোগে সামিল হয়ে সহযোগিতা করার জন্য বিএটি বাংলাদেশ এবং গুলশান সোসাইটিকে আমি সাধুবাদ জানাই।

এ বিষয়ে বিএটি বাংলাদেশের লিগ্যাল অ্যান্ড এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স বিভাগের প্রধান মুবিনা আসাফ বলেন, গুলশান সোসাইটির বৃক্ষরোপণ কার্যক্রমে ফলজ, বনজ ও ঔষধিসহ বিভিন্ন জাতের পাঁচ হাজার গাছের চারা সরবরাহ করার মাধ্যমে অংশগ্রহণ করতে পেরে আমরা নিজেদের গর্বিত মনে করছি।

https://www.banglanews24.com/national/news/bd/802327.details

Barta24 বাংলার, বাঙালির সংবাদ সারথি
বার্তা২৪

27 July 2020

মুজিববর্ষ উপলক্ষে গুলশানে ৫০০০ গাছের চারা রোপণ

সংগৃহীত ছবি

মুজিববর্ষকে কেন্দ্র করে প্রধানমন্ত্রী সারাদেশে এক কোটি গাছের চারা রোপণ কর্মসূচির চালু করেন। সরকারের এই কর্মসূচিতে অনুপ্রাণিত হয়ে রাজধানীর গুলশান সোসাইটি বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। আর এই কর্মসূচী বাস্তবায়নে ৫ হাজার গাছের চারা বিনামূল্যে সরবরাহ করেছে বিএটি বাংলাদেশের 'বনায়ন' প্রকল্প ।

শনিবার (জুলাই ২৫) বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন ঢাকা-১১ আসনের সংসদ সদস্য এ.কে.এম রহমতুল্লাহ।

এ সময় অন্যান্যের মধ্যে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের গুলশান বিভাগের উপ-কমিশনার সুদীপ্ত চক্রবর্তী, ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশের লিগ্যাল অ্যান্ড এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স বিভাগের প্রধান মুবিনা আসাফ, গুলশান সোসাইটির সেক্রেটারি ব্যারিস্টার সারওয়াত সিরাজ সহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

উদ্বোধনী বক্তব্যে সংসদ সদস্য এ.কে.এম রহমতুল্লাহ বলেন, "পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গাছের গুরুত্ব অপরিসীম। এদিক বিবেচনায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকীকে সারা দেশে এক কোটি গাছের চারা রোপনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। মহতী এই উদ্যোগে সামিল হয়ে সহযোগিতা করার জন্য বিএটি বাংলাদেশ এবং গুলশান সোসাইটিকে আমি সাধুবাদ জানাই।"

এ বিষয়ে বিএটি বাংলাদেশের লিগ্যাল অ্যান্ড এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স বিভাগের প্রধান মুবিনা আসাফ বলেন, "মুজিববর্ষে গুলশান সোসাইটির বৃক্ষরোপণ কার্যক্রমে আমাদের বনায়ন কর্মসূচির মাধ্যমে ফলজ, বনজ ও ঔষধিসহ বিভিন্ন জাতের ৫ হাজার গাছের চারা সরবরাহ করার মাধ্যমে অংশগ্রহণ করতে পেরে আমরা নিজেদেরকে গর্বিত মনে করছি। মহৎ এই উদ্যোগে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেয়ার জন্য গুলশান সোসাইটিকে ধন্যবাদ। আমি মনে করি, এর মাধ্যমে ভবিষ্যতে বনায়ন সহ আরও নানান সামাজিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণের পথ সুগম হলো।"

১৯৮০ সাল থেকে সারাদেশে 'বনায়ন' প্রকল্পটি পরিচালনা করে আসছে বিএটি বাংলাদেশ, বেসরকারি পর্যায়ে বৃক্ষরোপণের ক্ষেত্রে যা বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় উদ্যোগ। এ বছর ‘বনায়ন’ এর ৪০ বছরে পদার্পণ এবং মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে সারা দেশে ৫০ লক্ষেরও বেশি গাছের চারা বিনামূল্যে সরবরাহ ও রোপণের কর্মসূচি নিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি।

https://barta24.com/details/national/99330/gulshan-on-the-occasion-of-mujib-year

parbattanews
The First National Media on CHT & Cox's Bazar Region

28 July 2020

নাইক্ষ্যংছড়ি-রামুর দুই উপজেলায় সাড়ে ৫লাখ চারা বিতরণ করবে বিএটিবি

ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ (বিএটিবি)র বনায়নের ৪০বছরপূর্তিতে দুই উপজেলায় বিনামূল্যে গাছের চারা বিতরণ করা হচ্ছে।

দেশের চলমান পরিস্থিতির কারনে সামাজিক দূরত্ব মানতে হচ্ছে কোম্পানিকে। যার কারণে শনিবার (২৭জুন) দুপুরে বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি বিএটি'র জোন অফিস প্রাঙ্গণে সামাজিক দূরত্ব মেনে কৃষকদের মাঝে চারা বিতরণ এর সূচনা হয়।

বিএটিবি এবার নাইক্ষ্যংছড়ি ও রামু উপজেলায় সাড়ে ৫লক্ষ বনজ, ফলজ ও ঔষুধিসহ বিভিন্ন জাতের গাছের চারা বিতরণ করবে।

একই অনুষ্ঠানে বিএটি'র ৩৬০জন কৃষকের মাঝে আধুনিক মানের ধানের বীজও বিতরণ করা হয়েছে।

চারা বিতরণ কর্মসূচী উদ্বোধনকালে উপস্থিত ছিলেন কক্সবাজার জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মো:আবুল কাশেম, নাইক্ষ্যংছড়ি কৃষি অফিসার মো. ইনামুল হক, নাইক্ষ্যংছড়ি রেঞ্জ অফিসার পোসাদ্দেক হোসেন, সদর ইউপি চেয়ারম্যান নুরুল আবছার ইমন।

বিএটিবির লীফ এরিয়া ব্যবস্থাপক রফিকুল ইসলাম জানান- দেশের চলমান পরিস্থিতির কারণে চারা বিতরণে বড় আয়োজন করা হয়নি। সামাজিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বন সংরক্ষণ এবং বৃক্ষরোপনে উৎসাহিত করতে এবার তাঁরা দুই উপজেলায় সাড়ে ৫লাখ চারা বিতরণ করবেন।

https://www.parbattanews.com/নাইক্ষ্যংছড়ি-রামুর-দুই-উ/

কর্পোরেট সব খবর সবার আগে
কর্পোরেট সংবাদ
www.corporatesangbad.com

14 July 2020

বনায়ন প্রকল্পের সহযোগিতায় চুয়াডাঙ্গা পুলিশের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিবেদক : পুলিশ সুপারের উদ্যোগে চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের সকল কার্যালয় প্রাঙ্গনে বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে। এ আয়োজন বাস্তবায়নে সর্বাত্মকভাবে সহযোগিতা করেছে ব্রিটিশ আমেরিকান ট্যোবাকো বাংলাদেশে'র বৃক্ষরোপণ প্রকল্প 'বনায়ন'। বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচি উপলক্ষ্যে সম্প্রতি চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ লাইনস মাঠে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

মঙ্গলবার (১৪ জুলাই) "গাছ লাগান পরিবেশ বাঁচান"- এই স্লোগানকে সামনে রেখে আয়োজিত কর্মসূচিটির উদ্বোধন করেন জেলা পুলিশ সুপার মো. জাহিদুল ইসলাম। এসময় তিনি পুলিশ লাইনস এর বিভিন্ন স্থানে নানান জাতের ফলজ ও বনজ গাছের চারা রোপণ করেন। এছাড়া বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিটির আওতায় জেলা পুলিশের সকল কার্যালয় প্রাঙ্গনে পাঁচ হাজারেরও বেশি গাছের চারা রোপণের পরিকল্পনা রয়েছে বলেও জানান তিনি।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন) মো. আবু তারেক, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর) কনক কুমার দাস, ব্রিটিশ আমেরিকান ট্যোবাকো বাংলাদেশে'র রিজিওনাল লিফ ম্যানেজার মো. মাজেদুল হক খান, এরিয়া লিফ ম্যানেজার মো. কামাল হোসেন সহ জেলা পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে পুলিশ সুপার মো. জাহিদুল ইসলাম বলেন, "গাছ প্রাকৃতিক সম্পদ। যা পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার পাশাপাশি আমাদের জীবনকে সচল রাখতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।"

বিএটিবি'র রিজিওনাল লিফ ম্যানেজার মো. মাজেদুল হক খান বলেন, "দেশ ও সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে বিএটিবি সারা দেশে বিনা মূল্যে বৃক্ষরোপণ করে আসছে। বিগত কয়েক বছরে বিএটিবি পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক শ্রেষ্ঠ বৃক্ষরোপণকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতিও পেয়েছে।"

উল্লেখ্য, মুজিববর্ষকে কেন্দ্র করে এ বছর বনায়ন প্রকল্পের মাধ্যমে সারা দেশে মোট ৫৫ লাখ চারা রোপণের পরিকল্পনা রয়েছে। চুয়াডাঙ্গার এই উদ্যোগটি তারই অংশ।

https://www.corporatesangbad.com/305928/

দৈনিক মাথাভাঙ্গা

14 July 2020

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের স্থাপনায় ৫ হাজারেরও বেশি গাছ লাগানো হবে

স্টাফ রিপোর্টার: চুয়াডাঙ্গায় জেলা পুলিশের আয়োজনে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করা হয়েছে। ‘গাছ লাগান, পরিবেশ বাঁচান’ স্লোগানকে সামনে রেখে পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলামের উদ্যোগে গতকাল সোমবার বেলা ১২টার দিকে পুলিশ লাইন্স চত্বরে এ কর্মসূচি পালিত হয়। এর আগে পুলিশ লাইন্স মাঠে আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। চলমান বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের সকল স্থাপনার উপযুক্ত জায়গায় ৫ হাজারেরও বেশি বৃক্ষরোপণ করা হবে বলে সভায় জানানো হয়।
চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের আয়োজনে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকোর (বিএটি) বনায়ন প্রকল্পের পৃষ্টপোষকতায় আলোচনাসভা ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম বলেন, গাছ প্রাকৃতিক সম্পদ। যা পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষাসহ আমাদের জীবনকে সচল রাখতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। সুতরাং আমাদের সকলকে বৃক্ষরোপণ করতে হবে। চলমান বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের সকল স্থাপনার উপযুক্ত জায়গায় পর্যায়ক্রমে ৫ হাজারেরও বেশি গাছ লাগানো হবে।
ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকোর ঝিনাইদহ রিজিওনাল চীফ ম্যানেজার মাজেদুল হক খান তার বক্তব্যে বলেন, দেশ ও সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো সারাদেশে বিনামূল্যে বৃক্ষরোপণ করে থাকে। বিগত কয়েক বছর পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক শ্রেষ্ঠ বৃক্ষরোপণকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো পুরষ্কৃত হয়েছে।
এসময় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন) আবু তারেক, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর) কনক কুমার দাস, ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকোর এরিয়া ম্যানেজার কামাল হোসেনসহ পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

https://www.mathabhanga.com/দেশের-খবর/চুয়াডাঙ্গা-জেলা-পুলিশের-স্থাপনায়-৫-হাজারেরও-বেশি-গাছ-লাগানো-হবে/

আজকের
বাংলাদেশ পোস্ট

15 July 2020

বনায়ন প্রকল্পের সহযোগিতায় চুয়াডাঙ্গা পুলিশের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

ছবি: সংগৃহীত

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের সকল কার্যালয় প্রাঙ্গনে বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে। এ আয়োজন বাস্তবায়নে সর্বাত্মকভাবে সহযোগিতা করেছে ব্রিটিশ আমেরিকান ট্যোবাকো বাংলাদেশে'র বৃক্ষরোপণ প্রকল্প 'বনায়ন'।

পুলিশ সুপারের উদ্যোগে এই বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি উপলক্ষ্যে সম্প্রতি চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ লাইনস মাঠে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

'গাছ লাগান পরিবেশ বাঁচান' - এই স্লোগানকে সামনে রেখে আয়োজিত কর্মসূচিটির উদ্বোধন করেন জেলা পুলিশ সুপার মো. জাহিদুল ইসলাম।

এসময় তিনি পুলিশ লাইন্সের বিভিন্ন স্থানে নানা জাতের ফলজ ও বনজ গাছের চারা রোপণ করেন। এছাড়া বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিটির আওতায় জেলা পুলিশের সকল কার্যালয় প্রাঙ্গনে পাঁচ হাজারেরও বেশি গাছের চারা রোপণের পরিকল্পনা রয়েছে বলেও জানান তিনি।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন) মো. আবু তারেক, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর) কনক কুমার দাস, ব্রিটিশ আমেরিকান ট্যোবাকো বাংলাদেশে'র রিজিওনাল লিফ ম্যানেজার মো. মাজেদুল হক খান, এরিয়া লিফ ম্যানেজার মো. কামাল হোসেন সহ জেলা পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

https://ajkerbangladeshpost.com/posts/বনায়ন-প্রকল্পের-সহযোগিতায়-চুয়াডাঙ্গা-পুলিশের-বৃক্ষরোপণ-কর্মসূচি-13632

19 July 2020

লামার রূপসী পাড়ায় বৃক্ষরোপন কর্মসূচির উদ্বোধন করেছেন চেয়ারম্যান ছাচিং প্রু মার্মা

ইসমাঈল হোসেন সোহাগঃ

“মুজিব বর্ষের আহবান, লাগাই গাছ বাড়াই বন”
এই স্লোগানকে সামনে রেখে বান্দরবানের লামা উপজেলার রূপসী পাড়া ইউনিয়নে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ (বিএটিবি) কোম্পানি ও এলাকাবাসীর সার্বিক সহযোগীতায়

মাসব্যাপী বৃক্ষরোপন কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে।

রবিবার (১৯ জুলাই”২০ইং) সকালে রূপসী পাড়া ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডের গগন মাস্টার পাড়া গ্রাম থেকে শুরু হয়। মাসব্যাপী বৃক্ষরোপন কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন করেন রূপসী পাড়া ইউনিয়ন পরিষদের সুযোগ্য চেয়ারম্যান ও লামা উপজেলা আ.লীগের সংগ্রামী যুগ্ন-সাধারন সম্পাদক বিশিষ্ট সমাজসেবক জননেতা ছাচিং প্রু মার্মা।

এসময় তিনি বলেন, প্রাকৃতিক পরিবেশ ও প্রাকৃতিক দূর্যোগ থেকে বাংলাদেশকে রক্ষা করার জন্য প্রচুর পরিমাণ বিভিন্ন প্রজাতির গাছ রোপন করতে হবে।
পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বৃক্ষরোপণের বিকল্প নেই। বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়ন কার্যক্রম

গুলো মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছাতে হবে। পরিবেশ রক্ষায় ফলদ, বনজ ও ঔষধি গাছ লাগানোর পাশাপাশি সুন্দর পরিবেশ গড়ে তোলার স্বার্থে সকলকে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি সফল করতে হবে।

ইতিমধ্যে, রূপসী পাড়া ইউনিয়নে বিএটিবি কোম্পানি ও এলাকাবাসীর সার্বিক সহযোগীতায় এক হাজার ফলজ, বনজ ও ভেষজ সহ বিভিন্ন প্রজাতির গাছের চারা ইউনিয়নের প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে, রাস্তা দু'পাশে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রোপন করা হয়েছে।এসব কর্মসূচি মাসব্যাপী অব্যাহত থাকবে বলে জানান তিনি।

তিনি আরো বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের দেশের জন্য একটি সম্পদ ছিলো এবং আছে। বিএটিবি কোম্পানি ও এলাকাবাসী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মরণে গাছের চারা রোপণের কর্মসূচির যে মহৎ উদ্যোগ হাতে নিয়েছে আমি তাদের প্রতি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমি আশা করছি সবাই তাদের উদ্যোগের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে বৃক্ষরোপনে অংশ নিবেন। এতে করে একদিকে যেমন প্রাকৃতিক পরিবেশ ঠিক থাকবে অন্যদিকে জলবায়ু পরিবর্তনে বিশেষ ভূমিকা হিসেবে কাজ করবে।

বৃক্ষরোপন কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন,
লামা বান্দরবান ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ (বিএটিবি) কোম্পানির ম্যানেজার এ.জেট.এম আকান্দা, ইউপি সদস্য সহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ'রা উপস্থিত ছিলেন।

www.sftv.com.bd/2020/07/19/লামার-রূপসী-পাড়ায়-বৃক্ষর/

দৈনিক DAINIK COX'S BAZAR কক্সবাজার
কক্সবাজার জেলার সর্বপ্রথম দৈনিক সংবাদপত্র

22 July 2020

নাইক্ষ্যংছড়িতে আর্সেনিকমূক্ত পানীয় জল প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন ডিসি বান্দরবান

মাঈনুদ্দিন খালেদ :

নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলায় প্রবাহ' নামের বিশুদ্ধ খাওয়ার পানি প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন ডিসি বান্দরবান।

গতকাল ২২ জুলাই বুধবার দুপুরে বান্দরবান জেলা প্রশাসক দাউদুল ইসলাম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এ প্রকল্পের উদ্বোধন করেন তিনি।

প্রবাহ প্রকল্পের আওতায় বিএটি বাংলাদেশ এরই মধ্যে দেশে এটিসহ প্রায় ১১০টি প্লান্ট স্থাপন করেছে, যা আর্সেনিক ও অন্যান্য ক্ষতিকর উপাদান পরিশোধিত করতে সক্ষম।

সংশ্লিষ্টরা জানান,এ প্রকল্প থেকে প্রতিদিন প্রায় ২০০শ পরিবারের দৈনিক পানির চাহিদা মিটাবে বলে তাদের আশাবাদ।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যন ও উপজেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি অধ্যাপক মো: শফিউল্লাহ, উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাদিয়া আফরিন কচি ,চট্রগ্রাম ডিভিশনাল লীফ ম্যানেজার (বিএটিবি) মামুনুর রশিদ। চট্রগ্রাম দক্ষিণ রিজিওনাল লীফ ম্যানেজার,(বিএটিবি) দেওয়ান আমিনুল ইসলাম নাসিম।

নাইক্ষ্যংছড়ি এরিয়া ব্যবস্থাপক রফিকুল ইসলাম, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান মংহ্লাওয়ে মার্মা, ইউপি চেয়ারম্যান নুরুল আবছার ইমনসহ বিএটিবির উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা ।

এদিকে এই বিষয়ে নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা চেয়ারম্যন অধ্যাপক শফিউল্লাহ জানান, পাহাড়ি অঞ্চলের সুপের পানি জন্য সরকারের পাশাপাশি সামর্থবান প্রতিষ্টানগুলোকে এগিয়ে আসতে হবে। যেন ভূক্তভোগীরা সূবিধা পায়।

https://www.dainikcoxsbazar.com/articles/view/11359/DC_Bandarban_inaugurates_arsenic-free_drinking

16 July 2020

বাকৃবি ৩২ প্রজাতির ২১ হাজার চারা রোপণ করবে

বাকৃবি প্রতিনিধি | ১৬ জুলাই, ২০২০

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও ব্রিটিশ-আমেরিকান টোব্যাকোর যৌথ উদ্যোগে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০০তম জন্মশতবর্ষ মুজিববর্ষ উদযাপন উপলক্ষে ২১ হাজার গাছের চারা রোপণ ও বিতরণ করবে। বৃহস্পতিবার (১৬ জুলাই) এ উপলক্ষে গাছের চারা রোপণ কর্মসূচি ২০২০ শুভ উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. লুৎফুল হাসান।

ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. লুৎফুল হাসান বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দিক নির্দেশনা অনুযায়ী আমরা এ বছর মুজিববর্ষকে স্মরণীয় করে রাখতে মোট ৩২ প্রজাতির ফলজ, বনজ, ঔষধি ও সৌন্দর্য বর্ধনকারী ২১ হাজার গাছের চারা রোপণ ও বিতরণ করব এবং আগামী বছরও সমপরিমাণ গাছের চারা রোপণ ও বিতরণের কর্মসূচি হাতে নিয়েছি। আমরা আমাদের কর্মসূচিতে বিএফআরআই ও বিনাকে অন্তর্ভুক্ত করেছি। আমাদের এ কাজে সহযোগিতায় এগিয়ে এসেছেন ব্রিটিশ-আমেরিকান টোব্যাকো।

বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার, ট্রেজারার, বিভিন্ন বিভাগের প্রধান, হল প্রভোস্ট, প্রক্টর, বিভিন্ন সংগঠন, শিক্ষক সমিতি, গণতান্ত্রিক শিক্ষক ফোরাম, অফিসার পরিষদ, বিভিন্ন ছাত্রসংগঠন, তৃতীয় শ্রেণি কর্মচারী পরিষদ, কারিগরি কর্মচারী সমিতি, চতুর্থ শ্রেণি কর্মচারী সমিতির নেতারা বৃক্ষরোপণে অংশ নেয়।

অনুষ্ঠান সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির আহ্বায়ক ফসল উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর ড. এ কে এম জাকির হোসেন।

www.dainikshiksha.com/বাকৃবি-৩২-প্রজাতির-২১-হাজার-চারা-রোপণ-করবে/193502/

সংবাদ
বাংলাদেশের মুখপত্র

17 July 2020

আর্সেনিকমুক্ত পানি পাবে পাঁচ হাজার মানুষ

ফাইল ছবি

বান্দরবান নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা সদরের ধুংরী হেডম্যানপাড়ার বাসিন্দা মিংখিং মারাম। প্রতিদিন নিজ পল্লী থেকে আধ কিলোমিটার দূরে উপজেলা সদরের সামনের টিউবওয়েল থেকে সুপেয় পানি সরবরাহ করতেন। অনেক সময় মানুষের দীর্ঘ লাইনের কারণে ওই টিউবওয়েলে পানি না পেয়ে খালি কলস নিয়ে ফিরতে হয়েছে।

তার মতো নাইক্ষ্যংছড়ি সদরের শত শত মানুষ সুপেয় পানির জন্য চরম দুর্ভোগে জীবন কাটিয়েছে। এখন সেই দিন অতীত হয়ে গেছে। উপজেলা পরিষদ ভবনের পেছনে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো (বিএটি) স্থাপন করেছে আর্সেনিকমুক্ত সুপেয় পানি শোধনাগার। এখন থেকে প্রতিদিন সেখান থেক আনুমানিক ১০ হাজার লিটার আর্সেনিকমুক্ত পানি সংগ্রহ করতে পারবেন এলাকার মানুষ।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, পাহাড়ি এলাকায় সরকারি বা ব্যক্তি মালিকানার টিউবওয়েল, রিংওয়েলগুলোতে শুষ্ক মৌসুমে পানির স্তর নিচে নেমে গেলে নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা সদর ছাড়াও পাঁচটি ইউনিয়নে সুপেয় পানির তীব্র সঙ্কট দেখা দেয়। যার কারণে দীর্ঘদিন ধরে দুর্গম এলাকার মানুষ বিভিন্ন রিংওয়েল, পাহাড়ি ঝিরি বা কূপ খনন করে পানি পান করে আসছিলেন।

এদিকে উপজেলা সদরের মসজিদঘোনা, মহাজনঘোনা, ধুংরী হেডম্যানপাড়া, স্কুলপাড়া, হিন্দুপাড়া, আবাসিক এলাকা, বাজারপাড়াসহ সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী ও বাজারের ব্যবসায়ীরা সুপেয় পানির সঙ্কটে ছিল। উপজেলা পরিষদের সামনের একমাত্র টিউবওয়েলটি ছিল তাদের একমাত্র পানির ভরসা। তাও আবার শুষ্ক মৌসুমে পর্যাপ্ত পানি মিলতনা।

এই বিষয়ে নাইক্ষ্যংছড়ি সদর ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার আরেফ উল্লাহ ছুট্টু বলেন, দীর্ঘদিন পর সদর ওয়ার্ডের বাজার এলাকার মানুষের খাবার পানির সংকট দূর হতে যাচ্ছে। এইজন্য তিনি বিএটি'কে ধন্যবাদ জানান। তার মতে, আদর্শগ্রাম, ইসলামপুরসহ দূরের গ্রামগুলোতেও এই প্রকল্পটি বাড়ানো হলে মানুষ আরও বেশি উপকৃত হবে।

জানতে চাইলে বিএটি'র নাইক্ষ্যংছড়ি এরিয়া ব্যবস্থাপক রফিকুল ইসলাম বলেন, উপজেলা সদরে দীর্ঘদিন বিশুদ্ধ পানির সঙ্কট তিনি লক্ষ্য করেছেন। বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে আনার পর বিএটি সামাজিক দায়বদ্ধতা কার্যক্রমের (সিএসআর) অংশ হিসেবে

প্রকল্পটির মাধ্যমে পরিশোধন প্লান্টটি স্থাপন করেছে। এতে করে এলাকার মানুষ প্রতদিন দশ হাজার লিটার পানি সরবরাহ করতে পারবেন।

নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাদিয়া আফরিন কচি বলেন, পাহাড়ি অঞ্চলের মানুষের সুপেয় পানির জন্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি অন্যান্য প্রতিষ্ঠানেরও কাজ করা উচিত। তার মতে, এই প্লানটির মাধ্যমে শত শত মানুষ উপকৃত হবে।

www.thesangbad.net/news/bangladesh/আর্সেনিকমুক্ত%2Bপানি%2Bপাবে%2Bপাঁচ%2Bহাজার%2Bমানুষ-9069/